25

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JAN 1997
পৃঃ 12 কলাম 6

খুলনা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান হাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঐতিহ্যবাহী খুলনার বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার ১৯৬৫ সালের ২৫ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকেই এর স্টাফ সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকায় কার্যক্রম খুব ভালভাবে পরিচালিত হতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এই লাইব্রেরীটি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। যার ফলে এর কার্যক্রমে বেশ ভাটা পড়েছে। দৌলতপুরে একটি সাব–সেন্টার ছিল এই গ্রন্থাগারের। কিন্তু লোকবলের অভাবে ১৯৮০ সালের দিকে সেটি কর্তৃপক্ষ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে এই লাইব্রেরীর স্টাফ সংখ্যা ১৬ জন। একটি সূত্র জানায়, এখানে সিনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ খালি আছে। এছাড়া একটি গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ পদ ক্যাটালগার ও বাইন্ডার না থাকায় বইগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাঠকের কাছে বই সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমানে লাইব্রেরীতে ৭৫ হাজারের মত বই আছে বলে জানা যায়। সূত্রটি জানায়, ১২ হাজারের মত উর্দু বই আছে গোডাউনে। যেগুলো পাকিস্তান আমলে সরকারের নির্দেশে লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ সকল উর্দু বই সরিয়ে গুদামে রাখা হয়। ঢাকা থেকে এখানে এক থেকে দু'বার বই সরবরাহ করা হয়। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী এখানকার কর্তৃপক্ষ বইয়ের নাম লিখে রাখে রেজিস্টারে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা ঢাকায় পাঠায়। ঢাকা থেকে বছরে দুই থেকে আড়াই হাজার বই সরবরাহ করে ঐ চাহিদা থেকে বাছাই করে। প্রত্যেক বছর যে পরিমাণ বই দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। বর্তমানে খুলনা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের একটি প্রধান সমস্যা হল উই পোকার আক্রমণ এবং পানিবদ্ধতা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, এই গ্রন্থাগারের প্রায় প্রত্যেকটা দেয়াল ও ছাদে উইপোকা লেগেছে। উইপোকা অনেক মূল্যবান বইগুলোতে ইতিমধ্যে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ উইপোকা থেকে বইকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করেও কার্যকর ফল পাননি। এখানে একজন কর্মকর্তা জানান, জলাবদ্ধতা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার কারণে এখানে উইপোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। তবে পানিবদ্ধতা দূর হলে এবং লাইব্রেরীর মেঝে মোজাইক করলে এই অবাঞ্ছিত ক্ষতি থেকে লাইব্রেরীর মহামূল্যবান বইকে রক্ষা করা যাবে। পানিবদ্ধতা লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রধান সমস্যা। একটু বৃষ্টি হলেই লাইব্রেরী চত্বর এবং এর প্রধান ফটকে পানি জমে যায়। আর বর্ষার পুরো মৌসুমে প্রায়ই পানি জমে থাকে এর প্রধান ফটকে। যার ফলে পাঠকদের বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। এই মৌসুমে একেবারে দায় না ঠেকলে কেউ লাইব্রেরীর দিকে যায় না। কারণ লাইব্রেরী হল রুমে ঢুকতে হলে অনেক পানি ডিঙিয়ে ভিতরে যেতে হয়।

পানিবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাইলে বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান জানান, লাইব্রেরী রাস্তা ও ড্রেন থেকে কিছুটা নিচে। আর এই পথ দিয়ে সিএসডি গোডাউন ও খালিশপুরের প্রায় সকল পানি প্রবাহিত হয়। আর পূর্বে রাস্তা ও ড্রেন নিচু ছিল এবং মহিলা কলেজের মধ্য দিয়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটা ড্রেন ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে গত কয়েক বছর ধরে এখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় বর্ষা মৌসুমে। তবে গত বছর লাইব্রেরীর পেছন দিয়ে একটা ছোট ড্রেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন করে দিয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, পরিবেশগত এই সমস্যা সমাধানের জন্য পিডব্লিউডি ১৮ লাখ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার কার্যক্রম দ্রুত শুরু হতে পারে বলে সূত্রটি জানায়। কয়েকজন পাঠকের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, বর্ষা মৌসুমে তারা জলাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, একটা প্রয়োজনীয় বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের পাতা কাটা। তাছাড়া চাহিদামাফিক কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে বই সরবরাহ করতে পারে না। অন্য একটি সমস্যা হল বইয়ের কোন অংশ দরকার হলে তা ফটোকপি করিয়ে আনতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এছাড়া যাতায়াতে একটা সমস্যা আছে। খুলনা শহর থেকে বেশ দূরে এটি অবস্থিত। যদি খুলনার মূলকেন্দ্রে এর একটা সাব–সেন্টার খোলা হয় তা হলে পাঠকদের অনেক সুবিধা হয় বলে পাঠকরা জানায়।

এখানে একটি ফটোকপিয়ার ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেটি নষ্ট হয়ে আছে। কয়েকবার মেশিনটি মেরামত করবার জন্য জানালেও নির্দিষ্ট বাজেট না থাকার কারণে এটা ঠিক করা সম্ভব হয়নি। ফটোকপিয়ার থাকলে সরকারের তা থেকে একটা মোটা অংকের টাকা আয় হত বলে কর্তৃপক্ষ জানান।

গ্রন্থাগারের এ সকল সমস্যা সমাধান করে কর্তৃপক্ষ পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন বলে পাঠকরা আশা করছে।

SHEET ___ OF ___ SHEETS